১। 'সমাস 'শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সংক্ষেপ
(খ) একপদীকরণ
(গ) মিলন
(ঘ) সব কয়টি *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সমাস অর্থ সংক্ষেপ , মিলন ও একাধিক পদের একপদীকরণ । একাধিক শব্দের এক পদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে সমাস বলে । যেমন- দেশের সেবা = দেশসেবা , বিলাত হতে ফেরত = বিলাত-ফেরত ইত্যাদি ।

২। নিচের কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস নয় ?

(ক) দুধে-ভাতে
(খ) হাতে-কলমে
(গ) সাপের পা *
(ঘ) জলে-স্থলে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সাপের পা ' হলো অলুক ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস । এরূপ- ঘোড়ার ডিম , মাটির মানুষ ,মামার বাড়ি , মনের মানুষ ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে , দুধে-ভাতে , হাতে-কলমে ও জলে-স্থলে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস । এরূপ- দেশে-বিদেশে , দিনে-রাতে , ঘরে-বাইরে , মনে-প্রাণে , কোলে-পিঠে , আদায়-কাঁচকলায় ইত্যাদি ।

৩। 'পাড়াবেড়ানি 'কোন সমাসের উদাহরণ ?

(ক) বহুব্রীহি
(খ) কর্মধারয়
(গ) তৎপুরুষ *
(ঘ) দ্বন্দ্ব

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'পাড়াবেড়ানি ' (পাড়ায় বেড়ায় যে) হলো উপপদ তৎপুরুষ সমাস ।
- কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয় তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস । যেমন- পকেট মারে যে =পকেটমার , ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা , জল দেয় যে = জলদ , পঙ্কে জন্মে যে = পঙ্কজ ইত্যাদি ।
- বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ : পীতাম্বর , নীলাম্বর , আশীবিষ ইত্যাদি ।
- কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ :অরুণরাঙা , মনমাঝি , স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি ।
- দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ : হাট-বাজার , আয়-ব্যয় , ছোট-বড় ইত্যাদি ।

৪। নিচের কোনটি নঞ তৎপুরুষ সমাস নয় ?

(ক) বেতাল
(খ) অকেশা
(গ) নির্জল *
(ঘ) নাতিদীর্ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'নির্জল; (জলের অভাব) হলো অব্যয়ীভাব সমাস ।
- পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে , তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে । যেমন-
  - সামীপ্য (উপ) : কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ
  - সাদৃশ্য (উপ) : শহরের সদৃশ = উপশহর
  - এরূপ – প্রতিক্ষণ , অনুক্ষণ , আপদমস্তক , যথারীতি , যথাসাধ্য , উদ্বেল , প্রতিকূল ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে , বেতাল (নেই তাল) , অকেশা (ন কেশ) , নাতিদীর্ঘ (নয় অতি দীর্ঘ) হলো নঞ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ ।

৫। নিচের কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ নয় ?
(ক) ঊর্ণনাভ
(খ) সহকর্মী
(গ) সজল
(ঘ) পরোক্ষ *
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- পরোক্ষ (অক্ষির অগোচরে) হলো অব্যয়ীভাব সমাস । এরূপ- প্রপিতামহ ।
- যে সমাসে অব্যয়ের প্রাধান্য থাকে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে ।যেমন- আমরণ , উপকূল , অনুকূল , যথাবিধি , প্রতিকূল , আরক্তিম ইত্যাদি ।
- আর ঊর্ণনাভ (ঊর্ণ নাভিতে যার) , সজল (জলসহ বর্তমান) , সহকর্মী (সমান কর্মী যে) হলো বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ ।

৬। নিচের কোনটি অলুক বহুব্রীহি সমাস ?
(ক) গায়ে হলুদ
(খ) কথায় পটু
(গ) গানে মুগ্ধ
(ঘ) সব কয়টি *
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- প্রশ্নের অপশনের সব কয়টি অলুক বহুব্রীহি সমাস ।
- যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে । যেমন-
  - মাথায় পাগড়ি যার = মাথায় পাগড়ি
  - হাতে ঘড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেঘড়ি ।
  - এরূপ : মাথায় ছাতা , মুখে-ভাত ,মুখে-মধু , লেজে-গোবরে ইত্যাদি ।

৭। নিচের কোনটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ?
(ক) জীবনমান
(খ) নদীভাঙন
(গ) জনপথ
(ঘ) সব কয়টি *
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- জীবনের মান = জীবনমান , নদীর ভাঙন =নদীভাঙন , জনের পথ = জনপথ হলো ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ।
- পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে । যেমন-
  - অশ্বের পদ = অশ্বপদ
  - গৃহের কর্তা = গৃহকর্তা
  - ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি ।

৮। কর্মধারয় সমাস সাধারণত কত প্রকার ?
(ক) ৪
(খ) ২
(গ) ৫ *
(ঘ) ৭
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- বিশেষণ ও বিশেষণ পদে কিংবা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে যে সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে । যেমন-
  - নীল যে আকাশ = নীলাকাশ
  - অধম যে নর = নরাধম ইত্যাদি ।
- কর্মধারয় সমাস পাঁচ প্রকার । যথা-
  - সাধারণ কর্মধারয় সমাস
  - মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
  - উপমান কর্মধারয় সমাস
  - উপমিত কর্মধারয় সমাস
  - রূপক কর্মধারয় সমাস

৯। নিচের কোনটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ ?
(ক) ভ্রাতৃস্নেহ *

Biddabari your success benchmark

(খ) দানবীর
(গ) হজ্বযাত্রা
(ঘ) মাপকাঠি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভ্রাতৃস্নেহ (ভ্রাতার স্নেহ) হলো ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ ।
- পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: চায়ের বাগান = চাবাগান ।
- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে রাজা , পিতা , মাতা , ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে রাজ , পিতৃ , মাতৃ , ভ্রাতৃ হয় । যেমন-
  - গজনীর রাজা =গজনীরাজ
  - পিতার ধন = পিতৃধন
  - মাতার সেবা = মাতৃসেবা
  - ভ্রাতার স্নেহ = ভ্রাতৃস্নেহ ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে হজ্বযাত্রা (হজ্বের নিমিত্ত যাত্রা) , মাপকাঠি (মাপের জন্য কাঠি) এবং দানবীর (দানে বীর) হলো যথাক্রমে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস ও সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস ।

১০। নিচের কোনটি চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস নয় ?

(ক) চোষকাগজ
(খ) রক্তাক্ত *
(গ) শিশুবিভাগ
(ঘ) তপোবন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- রক্তাক্ত (রক্ত দ্বারা অক্ত) হলো তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস । এরূপ- স্বর্ণমণ্ডিত , বিদ্যাহীন ,ধনাঢ্য , ছায়াশীতল , বজ্রাহত , পদদলিত ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে , চোষকাগজ (চুষার জন্য কাগজ) , শিশুবিভাগ (শিশুদের জন্য বিভাগ) , তপোবন (তপের নিমিত্ত বন) হলো চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস । এরূপ - দেবদত্ত , গুরুভক্তি , বিয়ে পাগল , পাঠশালা ইত্যাদি ।

১১। 'সমাস' এর ব্যুৎপত্তি কী হবে ?

(ক) সম্ +√আস্ +অ (ঘঞ)
(খ) সমা্ +√অস্ +অ (ঘঞ)
(গ) সম্ +√অস্ +অ (ঘঞ) *
(ঘ) সম্ +√অস্ +আ (ঘঞ)

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সমাস' এর ব্যুৎপত্তি হলো সম্ +√অস্ +অ (ঘঞ) ।
- সমাস একটি সংস্কৃত শব্দ ।
- 'সমাস' ব্যাকরণের রূপতত্ত্বে আলোচিত হয় ।
- সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপ , মিলন ও একাধিক পদের একপদীকরণ । সাধারণত অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে । যেমন- নীল অম্বর যার = নীলাম্বর ।
- সমাস ছয় প্রকার । যথা : দ্বন্দ্ব , কর্মধারয় , তৎপুরুষ , বহুব্রীহি , দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব সমাস ।
- তবে নতুন ৯ম/ ১০ম শ্রেণির ব্যাকরণে সমাস ৪ প্রকার । যথা : দ্বন্দ্ব , কর্মধারয় , তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি ।

১২। নিচের কোনটি বহুব্রীহি সমাস ?

(ক) সাক্ষী
(খ) বিমনা
(গ) উকিল
(ঘ) সব কয়টি *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাক্ষী (সাক্ষ্য দেয় যে) , বিমনা (বিচলিত মন যার) , উকিল (ওকালতি করেন যিনি) হলো বহুব্রীহি সমাস ।

Biddabari your success benchmark

- যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে , অন্য কোনো পদকে বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে । যেমন-
    - আশীতে বিষ যার = আশীবিষ
    - মহান আত্ম যার = মহাত্ম ইত্যাদি ।

১৩। 'মেঘনাদ' কোন ধরনের বহুব্রীহি সমাস ?

(ক) সমানাধিকরণ
(খ) প্রত্যয়ান্ত
(গ) মধ্যপদলোপী *
(ঘ) ব্যতিহার

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'মেঘনাদ ' (মেঘের মত নাদ যার) হলো মধ্যপদলোপী সমাস ।
- বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায় , তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে । যেমন – গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে হলুদ , দশ আনন যার = দশানন ইত্যাদি ।
- পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয় । যেমন- হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী, পীত অম্বর যার =পীতাম্বর ।
- যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস বলে । যেমন- এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা , ঘরের দিকে মুখর যার = ঘরমুখো ।
- ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস হয় ।যেমন- চুলে চুলে যে লড়াই = চুলাচুলি , হাসতে হাসতে যে ক্রিয়া = হাসাহাসি ।

১৪। নিচের কোনটি ভিন্ন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস ?

(ক) উপকূল *
(খ) উপগ্রহ
(গ) উপশহর
(ঘ) উপবন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'উপকূল' অব্যয়ীভাব সমাসে 'উপ' এখানে সামীপ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।
- পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে , তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে । যেমন- মরণ পর্যন্ত = আমরণ ।
- অন্যদিকে , উপগ্রহ , উপশহর , উপবন শব্দে 'উপ' সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।

১৫। নিচের কোনটি নিত্য সমাসের উদাহরণ ?

(ক) বিরানব্বই *
(খ) অনুতাপ
(গ) জীবন্মৃত
(ঘ) অন্তরীপ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিরানব্বই (দুই এবং নব্বই) হলো নিত্য সমাসের উদাহরণ ।
- যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে , ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না , তাকে নিত্য সমাস বলে । যেমন- অন্য গ্রাম = গ্রামন্তর , কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র ।
- অনুতাপ = অনুতে (পশ্চাতে)যে তাপ হলো প্রাদি সমাস । এরূপ – প্রবচন , পরিভ্রমণ , প্রভাত , প্রগতি ইত্যাদি ।
- জীবন্মৃত (জীবিত থেকেও যে মৃত) ও অন্তরীপ (অন্তর্গত অপ যার) হলো

Vidyabari
your success benchmark

নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস। এরূপ - দ্বীপ, নরপশু, পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি।

১৬। নিচের কোনটি সাধারণ কর্মধারয় সমাস?

(ক) আয়কর
(খ) শ্বেতবস্ত্র *
(গ) প্রস্তর কঠিন
(ঘ) চরণপদ্ম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শ্বেতবস্ত্র (শ্বেত যে বস্ত্র) হলো সাধারণ কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ।
- বিশেষণ পদ পূর্বে এবং বিশেষ্য পদ পরে বসে যে সমাস হয় তাকে সাধারণ কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন –
  - সৎ যে লোক =সৎলোক
  - মহান যে নবি = মহানবি
  - এরূপ : মহাজন, নীলপদ্ম, মহারাজ, কদর্য, মহাবীর ইত্যাদি।
- আয়কর (আয়ের উপর কর) হলো মধ্যপদলোপী সমাস। এরূপ – মৌমাছি, প্রীতিভোজ ইত্যাদি।
- প্রস্তর কঠিন (প্রস্তরের ন্যায় কঠিন) হলো উপমান কর্মধারয় সমাস। এরূপ – ঘনশ্যাম, কুসুম-কোমল ইত্যাদি।
- চরণপদ্ম (চরণ পদ্মের ন্যায়) হলো উপমিত কর্মধারয় সমাস। এরূপ – নরসিংহ, অধরপল্লব ইত্যাদি।

১৭। রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?

(ক) জ্ঞানবৃক্ষ
(খ) ভবনদী
(গ) পরানপাখি
(ঘ) সব কয়টি *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সব কয়টি রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ।
- উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন-
  - জ্ঞান রূপ বৃক্ষ = জ্ঞানবৃক্ষ
  - ভব রূপ নদী = ভবনদী
  - পরান রূপ পাখি = পরানপাখি
  - মন রূপ মাঝি = মনমাঝি
  - বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু ইত্যাদি।

১৮। 'বেসুর' কোন ধরনের সমাস?

(ক) তৎপুরুষ
(খ) বহুব্রীহি
(গ) অব্যয়ীভাব
(ঘ) কর্মধারয় *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বেসুর' (বে সুর) হলো কর্মধারয় সমাস।
- কখনো কখনো সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উপসর্গ আগে বসে পরপদের সাথে কর্মধারয় সমাস গঠন করতে পারে। যেমন-
  - অব্যয় : কুকর্ম, যথাযোগ্য।
  - সর্বনাম : সেকাল, একাল।
  - সংখ্যাবাচক শব্দ : একজন, দোতলা।
  - উপসর্গ : বিকাল, সকাল, বিদেশ ইত্যাদি।

১৯। 'পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার' সমস্ত পদে কী হবে?

(ক) পদ্মগন্ধা
(খ) পদ্মগন্ধ
(গ) পদ্মগন্ধি *
(ঘ) কোনোটিই নয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার' এই ব্যাসবাক্যের সমস্তপদ হবে 'পদ্মগন্ধি '। এটি একটি বহুব্রীহি সমাস ।
- বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'গন্ধ ' এর স্থানে 'গন্ধি ' বা 'গন্ধা ' হয় । যেমন- সুগন্ধ যার = সুগন্ধি , মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধ ইত্যাদি ।

২০। 'মাছিমারা ' কোন সমাসের উদাহরণ ?

(ক) অব্যয়ীভাব
(খ) কর্মধারয়
(গ) তৎপুরুষ *
(ঘ) বহুব্রীহি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মাছিমারা (মাছি মারে যে) হলো উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ ।
- কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে । যেমন-
  - জলে চরে যে = জলচর
  - জল দেয় যে = জলদ
  - পকেট মারে যে = পকেটমার
  - পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ ইত্যাদি ।

২১। নিচের কোন স্থানটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ঢাকার নবাবদের সরকারি বাসভবন হিসেবে ব্যবহার করা হতো?

(ক) আহসান মঞ্জিল*
(খ) লালবাগ কেল্লা
(গ) বড় কাটরা
(ঘ) সবগুলো

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- আহসান মঞ্জিল ঢাকার কুমারটুলী এলাকায় অবস্থিত পুরান ঢাকার সবচেয়ে জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী স্থান।
- গোলাপী প্রাসাদ নামে পরিচিত এই মহিমান্বিত প্রাসাদটি বানানো হয়েছিল ১৮৭২ সালে।
- এর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আবদুল গনি।
- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ঢাকার নবাবদের সরকারি বাসভবন হিসেবে ব্যবহার করা হতো এটি।
- আহসান মঞ্জিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গসহ উল্লেখযোগ্য সব ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী।
- অপরদিকে, পুরান ঢাকার লালবাগে অবস্থিত লালবাগ দুর্গটি মুঘল এবং বাঙালি স্থাপত্য শৈলীর এক দুর্দান্ত সমন্বয় সাধন।
- ১৬৭৮ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র প্রিন্স মুহাম্মদ আজম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই দুর্গটি। তবে দুর্গের নির্মাণ কাজ শেষ করেন শায়েস্তা খান।
- বড় কাটরা ছিলো ১৬৪৪ সালে মুঘল রাজপুত্র শাহ সুজা নির্মিত ভ্রমণ বণিকদের জন্য একটি বাসস্থান।

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর ওয়েবসাইট।

২২। 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' চিত্রটি কার রাজত্বকালে রচিত হয়?

(ক) ধর্মপাল
(খ) দেবপাল
(গ) মহীপাল
(ঘ) রামপাল*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' চিত্রটি **রামপালের** রাজত্বকালে রচিত হয়।

Bidyabari your success benchmark

- এটি ছিল পুথিঁ বাংলার চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নির্দশন।
- রামপাল ছিলেন পাল সর্বশেষ সফল শাসক।
- রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কনে প্রাচীন বাংলার শিল্পীরা যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।
- রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কনের আর একটি দৃষ্টান্ত হলো সুন্দরবনে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের তাম্রশাসনের অপর পিঠে উৎকীর্ণ বিষ্ণুর রেখাচিত্র।
- পাল রাজাগণ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মালম্বী। তাই তারা অজস্র বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

২৩। বৈরাগীর ভিটা কোথায় অবস্থিত?

(ক) মহাস্থানগড়ে*
(খ) পাহাড়পুরে
(গ) দিনাজপুরে
(ঘ) ময়নামতিতে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বৈরাগীর ভিটা **মহাস্থানগড়ে** অবস্থিত।
- মহাস্থানগড়ের পূর্ব নাম পুণ্ড্রনগর।
- এটি বগুড়া জেলা থেকে ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত।
- এখানে মৌর্য এবং গুপ্ত রাজবংশের পুরাকীর্তি রয়েছে।
- এখানে অবস্থিত কিছু বিখ্যাত পুরাকীর্তি হলোঃ ভাসু বিহার, গোবিন্দ ভিটা, খোদার পাথর ভিটা।
- এছাড়াও এখানে পাওয়া গেছে সম্রাট অশোকের আমলের পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লিপি

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

২৪। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার কোনটি?

(ক) আনন্দ বিহার
(খ) সীতাকোট বিহার*
(গ) ভাসু বিহার
(গ) ভোজ বিহার

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার হলো **সীতাকোট বিহার।**
- এটি দিনাজপুরে অবস্থিত।
- এটি ৫ম থেকে ৬ষ্ঠ শতকে নির্মিত হয়।
- অপরদিকে, আনন্দ বিহার কুমিল্লার ময়নামতিতে অবস্থিত একটি বৌদ্ধ বিহার।
- ভাসু বিহার মহাস্থান গড়ে অবস্থিত একটি পুরাকীর্তি।
- ভোজ বিহার কুমিল্লার ময়নামতিতে অবস্থিত।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

২৫। জগদ্দল বিহার কে নির্মাণ করেন?

(ক) রামপাল*
(খ) আনন্দ দেব
(গ) ধর্মপাল
(ঘ) কান্তি দেব

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জগদ্দল বিহার নির্মাণ করেন **রামপাল।**
- এটি নওগাঁ জেলায় অবস্থিত।
- নওগাঁ জেলায় অবস্থিত অপর একটি বিহার হলো হলুদ বিহার।

vidyabari your success benchmark

- অপরদিকে, আনন্দ দেব নির্মিত বিহার হলো আনন্দ বিহার যা কুমিল্লার ময়নামতিতে অবস্থিত।
- প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সোমপুহারের নির্মাতা হলেন ধর্মপাল।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

২৬। পণ্ডিত বিহার কোথায় অবস্থিত?

ক) মহাস্থানগড়ে
(খ) পাহাড়পুরে
(গ) দিনাজপুরে
(ঘ) চট্টগ্রামে*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পণ্ডিত বিহার **চট্টগ্রামে** অবস্থিত।
- এটি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি বিশ্ববিদ্যালয়।
- এখানে অতীশ দীপঙ্কর অধ্যাপনা করেন।
- চট্টগ্রামে অবস্থিত অপর একটি বিহার হলো মহামুনি বিহার।
- প্রাচীন যুগে নির্মিত কয়েকটি বিহার ও এগুলোর অবস্থান দেয়া হলোঃ

বিহার	**অবস্থান**
আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার	কুমিল্লা
সীতাকোট বিহার,	দিনাজপুর
ভাসু বিহার	বগুড়া
সীমা বিহার	কক্সবাজার
সোমপুর বিহার, হলুদ বিহার, জগদ্দল বিহার	নওগাঁ

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

২৭। উয়ারী বটেশ্বর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

(ক) করতোয়া
(খ) কয়রা*
(গ) কাঞ্চন
(ঘ) কংস

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উয়ারী বটেশ্বর **কয়রা** কোন নদীর তীরে অবস্থিত।
- এটি নরসিংদী জেলায় অবস্থিত।
- এটি ২৫০০ বছর পূর্বে নির্মিত হয় (৪৫০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে)।
- এখানে প্লাইস্টোসিন যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।
- এটি ছিল মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র এবং নদী বন্দর।
- উয়ারী এবং বটেশ্বর হলো দুটি গ্রামের নাম।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

২৮। নিচের কোনটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নয়?

ক) মহাস্থানগড়
(খ) পাহাড়পুর
(গ) সুন্দরবন*
(ঘ) নরসিংদী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- **সুন্দরবন** প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নয়। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন।
- মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, নরসিংদী হলো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।
- মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত।
- এখানে মৌর্য এবং গুপ্ত যুগের পুরাকীর্তি পাওয়া গেছে।

Siddabari your success benchmark

- পাহাড়পুর নওগাঁ জেলার বাদলগাছী থানায় অবস্থিত।
- ধর্মপাল নির্মিত বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার 'সোমপুর বিহার' এখানে অবস্থিত।
- প্লাইস্টোসিন যুগে নির্মিত উয়ারী বটশ্বরের অবস্থান ছিল বর্তমান নরসিংদী জেলায়।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

২৯। স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাস্বর্যটি কোথায় অবস্থিত?

(ক) টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
(গ) কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাস্বর্যটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডে অবস্থিত। এই ভাস্বর্যটি নির্মান করেন শামীম শিকদার।
- এটি বাঙ্গালি জাতির গৌরবজ্জ্বল সংগ্রামের ইতিহাসকে ধারন করে নির্মিত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ভাস্বর্য।
- এটির মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত সংঘটিত সকল সংগ্রামের ১৮ জন শহীদের মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
- অপর তিনটি স্থানে অবস্থিত ভাস্কর্যগুলো হলো:

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	টিএসসি, ঢাবি	শামীম শিকদার
অপারেজয় বাংলা	কলাভবন, ঢাবি	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ
দোয়েল ফোয়ারা	কার্জন হল, ঢাবি	আজিজুল হক পাশা

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া

৩০। বাংলাদেশ স্বয়ার কোথায় অবস্থিত?

(ক) কোস্টারিকা
(খ) লাইবেরিয়া*
(গ) আইভরি কোস্ট
(ঘ) লস অ্যাঞ্জেলস

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশ স্কয়ার লাইবেরিয়াতে অবস্থিত।
- ২০০৩ সাল থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশি সেনারা লাইবেরিয়াতে কাজ করছে। ২০০৮ সালে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী দেশিটিতে বাংলাদেশ স্কয়ার নামে একটি বিনোদন মূলক স্থাপনা নির্মাণ করেন।
- বাংলাদেশের নামে বিদেশের মাটিতে নির্মিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন স্থাপনাসমূহ হলো:

স্থাপনা	অবস্থান
বাংলাদেশ রোড	আইভরিকোস্ট
লিটল বাংলাদেশ	লস অ্যাঞ্জেলস
বাংলা টাউন	ব্রিকলেন, লন্ডন
মিনি বাংলাদেশ	সিঙ্গাপুর
রুপসী বাংলা গ্রাম	আইভরি কোস্ট

তথ্যসূত্র: বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট।

৩১। ইউনেস্কো ঘোষিত বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?

(ক) সুন্দরবন
(খ) ষাট গম্বুজ মসজিদ
(গ) মহাস্থানগড়*
(ঘ) সোমপুর বিহার

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো এপর্যন্ত বাংলাদেশের ৩টি স্থানকে বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল হিসেবে ঘোষণা করেছে।

Siddhant your success benchmark

- এগুলো হলো নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, বাগেরহাটের মসজিদ শহর এবং সুন্দরবন।
- পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের আরেক নাম সোমপুর মহাবিহার। এটি ১৯৮৫ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষিত হয়।এটি নির্মাণ করেন ধর্মপাল।
- বাগেরহাটে রয়েছে মধ্যযুগের মসজিদ শহর খলিফতাবাদের বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় স্থাপত্য নিদর্শন হল ষাটগম্বুজ মসজিদ।
- ১৯৮৩ সালে এই শহরটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এর নির্মাতা খান জাহান আলী।
- সুন্দরবন বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য। ১৯৯৭ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি সুন্দরবনকে বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ঘোষণা করে।
- অপরদিকে, **মহাস্থানগড়** বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান হলেও ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যভুক্ত প্রত্নস্থল নয়।

তথ্যসূত্র: বাংলা পিডিয়া

৩২। সাত গম্বুজ মসজিদ কে নির্মাণ করেন?

(ক) শাহ সুজা
(খ) খান জাহান আলী
(গ) শায়েস্তা খাঁন*
(ঘ) নওয়াব আবদুল গনি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাত গম্বুজ মসজিদ ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত মুঘল আমলে নির্মিত একটি মসজিদ।
- এই মসজিদটি চারটি মিনারসহ সাতটি গম্বুজের কারণে মসজিদের নাম হয়েছে 'সাতগম্বুজ মসজিদ'।
- এটি মুঘল সাম্রাজ্য মুঘল আমলের অন্যতম নিদর্শন।
- ১৬৮০ সালে মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁর আমলে তার পুত্র উমিদ খাঁ মসজিদটি নির্মাণ করান।
- শায়েস্তা খান মুঘল আমলে বাংলার একজন বিখ্যাত সুবেদার বা প্রাদেশিক শাসক ছিলেন।
- ঢাকার লালবাগে শায়েস্তা খাঁর সদর দপ্তর ছিল। পুরনো ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তার নির্মিত স্থাপত্য তাঁর স্থাপত্যপ্রীতির পরিচায়ক।
- শায়েস্তা খাঁ নির্মিত স্থাপত্য গুলো হলোঃ
    - লালবাগ কেল্লা
    - হোসেনী দালান
    - শায়েস্তা খাঁর মসজিদ
    - ছোট কাটরা

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট এবং বাংলাপিডিয়া

৩৩। বিজয় '৭১' ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?

(ক) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(গ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

Bidyabari
Your success benchmark

- ১৯৭১ সালের মহান মুক্তি সংগ্রামে বাংলার সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্ত প্রতীক হয়ে আছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য 'বিজয় '৭১'।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে 'বিজয় '৭১'।
- ভাস্কর্যে একজন নারী, একজন কৃষক ও একজন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধার নজরকাড়া ভঙ্গিমা বার বার মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোতে নিয়ে যায় দর্শনার্থীদের।
- বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী শ্যামল চৌধুরী 'বিজয় '৭১' ভাস্কর্যটির নির্মাণ করেন।
- অপরদিকে, সংশপ্তক ভাস্কর্যটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবস্থিত ভাস্কর্যের মধ্যে রয়েছে অপরাজেয় বাংলা, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা।
- শাবাশ বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া

৩৪। 'অমর একুশ' ভাস্কর্যটি কে নির্মাণ করেন?

(ক) অখিল পাল
(খ) জাহানারা পারভীন*
(গ) আসমা জাহান
(ঘ) মৃণাল হক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাষা আন্দোলনের স্মরণে নির্মিত অন্যতম একটি ভাস্কর্য হলো 'অমর একুশ'।
- অমর একুশ ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন জাহানারা পারভীন।
- এক মায়ের কোলে শায়িত ছেলে এবং তার পেছনে স্লোগানরত এক ব্যক্তি। এমনই প্রতিকৃতি 'অমর একুশ' ভাস্কর্যে।
- এর অবস্থান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার পাশে।
- ভাষা আন্দোলনের স্মরণে নির্মিত অন্যান্য কিছু ভাস্কর্য হলোঃ

ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
জননী ও গর্বিত বর্ণমালা	মৃণাল হক	রাজধানীর পরীবাগে
মোদের গরব	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি
বৈশ্বিক ভাষা বৃক্ষ	আসমা জাহান	এশিয়াটিক সোসাইটি
স্মৃতির মিনার	হামিদুজ্জামান	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	হামিদুর রহমান	ঢাকা মেডিকেল কলেজ

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া

৩৫। বাংলাদেশ ন্যামের সদস্য হয় কত সালে?

(ক) ১৯৭২
(খ) ১৯৭৩*
(গ) ১৯৭৪

(ঘ) ১৯৭৫

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ন্যামের চতুর্থ সম্মেলনে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন বা ন্যামের সদস্য পদ গ্রহণ করে।
- এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন ৮ ও৯ সেপ্টেম্বর।
- এই সম্মেলনে কিউবার বিপ্লবীনেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই বিখ্যাত উক্তিটি করেন 'আমি হিমালয় দেখিনি। তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয়ের সমান। এভাবে আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতাই লাভ করলাম।'
- বাংলাদেশ প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার (কমনওয়েলথ) সদস্য লাভ করে ১৯৭২ সালে।
- এছাড়াও ১৯৭২ সালে WHO, IMF, WB, UNCTAD, ILO, FAO প্রভৃতি সংস্থার সদস্যলাভ করে।
- ১৯৭৩ সালে ADB, ESCAP প্রভৃতির সদস্য লাভ করে।

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া

৩৬। কোন দেশের প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ তৈরি করেছে?

(ক) যুক্তরাষ্ট্র

(খ) ফ্রান্স*

(গ) যুক্তরাজ্য

(ঘ) জার্মানি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র কৃত্তিম উপগ্রহ হলো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১।
- এটি ২০১৮ সালের ১২ মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ফ্যালকন-৯ রকেট দিয়ে উত্তোলন করা হয়।
- এর ৪০ টি ট্রান্সপন্ডারের মোট ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষমতা হলো ১৬০০ মেগাহার্টজ।
- এটি প্রস্তুত করে **ফ্রান্সের** থ্যালেস আলেনিয়া স্পেস কোম্পানি।
- এর আয়ুষ্কাল ১৫ বছর।
- এর অবস্থান ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।
- এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ৫৭ দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হয়।
- এর সার্বিক দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএসসিএল)।

তথ্যসূত্রঃ বিবিসি

৩৭। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কত সালে?

(ক) ২০১৭*

(খ) ২০১৮

(গ) ২০১৯

(ঘ) ২০২০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য (ওয়ার্ল্ডস ডকুমেন্টারি হেরিটেজ) হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ৩০ অক্টোবর, ২০১৭।

Your success benchmark

- এটি দলিল হিসেবে 'মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা প্যারিসে সংস্থাটির সদর দপ্তরে জাতির জনকের ভাষণকে ওয়ার্ল্ডস ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে সংরক্ষণের ঘোষণা দেন।
- ইউনেস্কো ৭ মার্চের ভাষণসহ মোট ৭৮টি দলিলকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড (এমওডব্লিউ) কর্মসূচির উপদেষ্টা কমিটি 'মেমোরি অফ দা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' যুক্ত করার সুপারিশ করে।
- উল্লেখ্য যে, ইউনেস্কো বাংলাদেশের পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ এবং সুন্দরবন এই তিনটি ঐতিহাসিক স্থানকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ বিবিসি

৩৮। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?

(ক) শাহবাগ
(খ) সেগুনবাগিচা
(গ) আগারগাঁও*
(ঘ) রাজশাহী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত।
- এটি বাংলাদেশের একমাত্র মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।
- বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরের উদ্বোধন হয় ১৯৯৬ সালের ২২ শে মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায়।
- পরবর্তীতে ২০১৭ সালে ১৬ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে এটি আগারগাঁওয়ে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়।
- অপরদিকে, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অবস্থিত শাহবাগে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জাদুঘর হলো বরেন্দ্র জাদুঘর যা রাজশাহীতে অবস্থিত।

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া

৩৯। নিচের কোনটি বাংলাদেশের নিবন্ধিত GI পণ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়?

(ক) বগুড়ার দই
(খ) দিনাজপুরের লিচু*
(গ) সিলেটের শীতল পাটি
(ঘ) শেরপুরের তুলশীমালা ধান

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আগস্ট, ২০২৩ সাল পর্যন্ত DPDT (Department of Patents, Designs and Trademarks) ১৭টি বাংলাদেশি পণ্যের GI নিবন্ধন দেয়।
- সর্বশেষ নিবন্ধিত ১৭তম GI পণ্য হলো 'নাটোরের কাঁচাগোল্লা'। এর সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নাটোর জেলা প্রশাসন।
- ২০১৬ সালে প্রথম GI পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হয় 'জামদানি শাড়ি'।
- বাংলাদেশের ১৭টি GI পণ্যের তালিকা নিম্নরূপ:

নাম	সাল	সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান
১. জামদানি শাড়ী	২০১৬	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন।
২. ইলিশ	২০১৭	মৎস অধিদপ্তর

iddapati your success benchmark

৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাতি আম	২০১৯	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
৪. বিজয়পুরের সাদা মাটি	২০২১	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা।
৫. দিনাজপুর কাটারীভোগ	২০২১	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
৬. কালিজিরা	২০২১	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
৭. রংপুরের শতরঞ্জি	২০২১	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
৮. রাজশাহী সিল্ক	২০২১	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
৯. ঢাকাই মসলিন	২০২১	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
১০. বাগদা চিংড়ি	২০২২	মৎস্য অধিদপ্তর
১১. ফজলী আম	২০২৩	ফল গবেষণা কেন্দ্র ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি এসোসিয়েশন
১২. তুলশীমালা ধান	২০২৩	জেলা প্রশাসক শেরপুর
১৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম	২০২৩	ড. মো: হাবিব রেজা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব
১৪. চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম	২০২৩	ড. মো: হাবিব রেজা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব
১৫. বগুড়ার দই	২০২৩	বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, বগুড়া জেলা শাখা
১৬. শীতলপাটি	২০২৩	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
১৭। নাটরের কাঁচাগোল্লা	২০২৩	নাটোর জেলা প্রশাসন

তথ্যসূত্র: DPDT এর ওয়েবসাইট।

৪০। দেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কী?

(ক) তিস্তা সোলার লিমিটেড*
(খ) টেকনাফ সোলার এনার্জি লিমিটেড
(গ) এনারগন মোংলা সোলার পার্ক
(ঘ) সুতিয়াখালী সৌর বিদ্যুতকেন্দ্র

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ২ আগস্ট ২০২৩ দেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুত কেন্দ্র 'তিস্তা সোলার লিমিটেড' এর উদ্বোধন করা হয়।
- এটি গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত।
- এর আয়তন ৬৫০ একর।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ করে বেক্সিমকো পাওয়ার লিমিটেড।
- এ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত যোগ হবে জাতীয় গ্রিডে।

idaBari your success benchmark

- উল্লেখ্য যে, দেশের প্রথম সরকারি সৌর বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপিত হয় রাঙ্গামাটির কাপ্তাইয়ে।

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড ।

৪১। 'A' and 'An' are ———

(ক) Definite articles
(খ) Indefinite articles*
(গ) Both
(ঘ) None

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- A, an এবং the এই তিনটি demonstrative adjective মূলত article নামে পরিচিত। এগুলোকে determiner ও বলা হয়। A & an এই article দুটি অনির্দিষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে এদেরকে Indefinite article বলা হয়। আর 'The' নির্দিষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে একে definite article বলে। তাই অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

৪২। An article is used before ——

(ক) noun*
(খ) pronoun
(গ) preposition
(ঘ) verb

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Article হচ্ছে এক ধরনের determiner যা কোন noun এর পূর্বে বসে ঐ noun কে modify করে। A/An বসে singular countable noun এর পূর্বে। যেমন– The sun is a star. 'The' বসে singular countable noun (নির্দিষ্টতার্থে) Plural countable noun এবং uncountable noun এর পূর্বে। যেমন– The earth is round.
- অতএব অপশন (ক) ই সঠিক উত্তর।

৪৩। He is —— FRCS.

(ক) The
(খ) a
(গ) an*
(ঘ) no article

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- FRCS হল 'Fellowship' of the Royal collage of surgeons' এর সংক্ষিপ্ত Form. FRCS হল মূলত একটা ডিগ্রি। ডিগ্রির সংক্ষিপ্ত Form এর পূর্বে a/an বসে। ডিগ্রির First letter (F) এর sound যদি প্রথমে Vowel এর ন্যায় হয় তাহলে ঐ ডিগ্রির পূর্বে an বসে। আর যদি 'sound' consonant এর ন্যায় হয় তাহলে তার পূর্বে a বসে। যেমন– He is a B.B.A
- অতএব অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

৪৪। The king left ———heir.

(ক) a
(খ) an*
(গ) the
(ঘ) no article

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ হবে এরকম যে, রাজা তার একজন উত্তরাধিকার রেখে গেলেন।
- এই বাক্যের heir হল common noun. আর common noun 'vowel sound দিয়ে শুরু হলে তার পূর্বে an বসে এবং 'consonant sound' দিয়ে শুরু হলে তার পূর্বে a বসে। 'heir' এর উচ্চারণ হল 'এয়ার' অর্থাৎ এই শব্দে h (হ) এর উচ্চারণ লুপ্ত হয়েছে তাই 'heir' এর পূর্বে a না বসে বরং an বসবে।
- অতএব অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

৪৫। The soup is horrible; I am going to complain to —— resentment's owner.

(ক) a
(খ) an

Biddabari your success benchmark

(গ) the*
(ঘ) no articele

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ স্যুপটা অপ্রীতিকর; আমি রেস্টুরেন্ট মালিককে অভিযোগ করতে যাচ্ছি।
- এই রেস্টুরেন্ট মালিক বলতে নির্দিষ্ট একজনকেই বোঝানো হচ্ছে তাই এর আগে article হিসেবে the বসবে। অতএব অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

৪৬। I saw —— beggar.

(ক) an one-eyed
(খ) a one-eyed*
(গ) a one- eye
(ঘ) an one-eye

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ হবে এরকম যে,

- আমি একজন এক চোখ বিশিষ্ট ভিক্ষুক দেখলাম। কোন শব্দের শুরুতে যদি o থাকে এবং o যদি "ওয়া" এর মত উচ্চারিত হয় তাহলে তার আগে an না বসে a বসে। উল্লেখ্য এই যে, one এর আগে সবসময় a বসে।
- 'beggar' শব্দটি noun হওয়ায় এর পূর্বে adjective বসবে। one-eye নয় বরং one-eyed সঠিক adjective form. অতএব অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

৪৭। An actor is —— life of a play.

(ক) a
(খ) an
(গ) the*
(ঘ) no article

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ একজন অভিনেতা হলেন একটা নাটকের প্রাণস্বরূপ।
- Preposition 'of' এর পূর্বে কোন শব্দ থাকলে তা সাধারণত নির্দিষ্ট হয়ে যায় আর নির্দিষ্ট কোন কিছুর পূর্বে article হিসেবে the ব্যবহৃত হয়। অতএব অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

৪৮। Bijoy speaks —— English like —— English.

(ক) a, the
(খ) an, the
(গ) no article, the
(ঘ) an, no article

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ হবে এরকম যে, "বিজয় ইংরেজদের মত করে ইংরেজিতে কথা বলে।"
- "English" শব্দটি যদি বাক্যে বিষয়/ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে তার আগে কোন article বসে না। তবে "English" শব্দটি যদি জাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে তার আগে article হিসেবে the ব্যবহৃত হয়।
- বাক্যে প্রথম শূন্যস্থানের পর "English" ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে তাই কোন article বসবে না এবং দ্বিতীয় শূন্যস্থানের পর "English" জাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তাই এর আগে the ব্যবহৃত হবে। অতএব অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

৪৯। What did you eat for —— breakfast this morning.

(ক) a
(খ) an
(গ) the
(ঘ) no article*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Breakfast, launch, dinner, supper ইত্যাদি এর পূর্বে article বসে না তবে এদের পূর্বে

adjective থাকলে article বসে। যেমন– have had a good breakfast this morning.

- অতএব অপশন (ঘ) ই সঠিক উত্তর।

৫০। I went to ——— school to see my daughter.

(ক) a
(খ) an
(গ) the*
(ঘ) no article

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- School, college, hospital, mosque, church, prison ইত্যাদি জায়গায় মূল উদ্দেশ্যে না গিয়ে যদি অন্য উদ্দেশ্যে যাওয়া বোঝায় তখন এদের পূর্বে article হিসেবে the ব্যবহৃত হয়।
- অন্যদিকে school, college, hospital, mosque, ইত্যাদি জায়গায় মূল উদ্দেশ্যে যাওয়া বোঝালে এদের পূর্বে article বসে না। যেমন– we learn English at school.
- প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ " আমি আমার মেয়েকে দেখতে স্কুলে গিয়েছিলাম।" স্কুলে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য পড়াশুনা করা কিন্তু প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যে পড়াশুনা নয় বরং মেয়েকে দেখতে অর্থাৎ অন্য উদ্দেশ্যে যাওয়া হয়েছে। তাই "school" এর পূর্বে the বসবে। অতএব অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

৫১। I did not have ——— luggage, just two small bags.

(ক) little
(খ) a little
(গ) much*
(ঘ) many

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যে কমা (,) এর পরের অংশে Just থাকায় অল্প পরিমাণ নির্দেশ করছে।
- কমা (,)– এর পূর্বের অংশে not আছে। তাই দুই অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে শূন্যস্থান এমন শব্দ বসবে যা বেশি পরিমাণ নির্দেশ করে।
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ আমার বেশি মালপত্র ছিল না শুধুমাত্র ছোট দুটি ব্যাগ।
- 'luggage' uncountable noun হওয়ায় এর পূর্বে much বসবে। অন্যদিকে 'many' plural countable noun- এর পূর্বে বসে।
- অতএব অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

৫২। I don't take ——— tea.

(ক) much*
(খ) more
(গ) many
(ঘ) too many

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- "Many, Too many' determiner দুটি plural countable noun -এর পূর্বে বসে। যেমন– I have many problems.
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ হবে এরকম যে, আমি বেশি চা পান করি না, এই বাক্যে "tea" uncountable noun তাই শূন্যস্থানে determiner হিসেবে much বসবে। কারণ "much" uncountable noun– এর পূর্বে বসে noun কে modify করে। অতএব অপশন (ক) ই সঠিক উত্তর।

৫৩। I would like ——— information, please.

(ক) an
(খ) some*
(গ) few
(ঘ) piece

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- তথ্য বা উপাত্ত অর্থে "Information" uncountable noun.
- অপশন an মূলত singular countable noun এর পূর্বে বসে। যেমন– I have an umbrella.
- অপশন (গ) few বসে plural countable noun এর পূর্বে। যেমন– There are few trees around the school field.
- Uncountable noun এর পূর্বে a piece of, two pieces of ইত্যাদি বসিয়ে Plural করা যায়।
- অপশন (খ) "some" determiner টি countable এবং uncountable উভয় noun এর পূর্বেই বসে। তাই অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।
- প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ হবে এরকম যে, প্লিজ, আমি কিছু তথ্য চাই।

৫৪। "আমার কোন বন্ধু নাই বললেই চলে" The correct translation of it is ——.

(ক) I have a few friends.
(খ) I have no friend.
(গ) I have few friends.*
(ঘ) I have little friends.

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অপশন (ক) বাক্যটির অর্থ "আমার কয়েকজন বন্ধু আছে" অপশন (খ) বাক্যটির অর্থ "আমার কোন বন্ধু নেই"। অপশন (ঘ) বাক্যটিতে "friends" countable noun হওয়ায় এর পূর্বে little বসতে পারবে না। কারণ "little' uncountable noun এর পূর্বে বসে। অপশন (গ) তে few determiner টি hardly any, not many, almost no (নেই বললেই চলে) ইত্যাদি অর্থ প্রদান করে। তাই অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

৫৫। We should use —— time we have in our hands to complete our preparation.

(ক) the little of
(খ) the few
(গ) the little *
(ঘ) little

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে আমাদের হাতে যে অল্প সময়টুকু আছে তা ব্যবহার করা উচিত।
- অল্প পরিমাণ অর্থে a few / a little ব্যবহৃত হয়। তবে এই অল্প পরিমাণ কে যখন নির্দিষ্ট করা হয় তখন the few/the little ব্যবহৃত হয়।
- বাক্যে "Time" এরপর we have in our hands থাকায় "time" নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এবং time uncountable noun হওয়ায় অপশন (গ) the little ই সঠিক উত্তর।

৫৬। Only ——— of these books are mine.

(ক) few
(খ) a few*
(গ) little
(ঘ) a little

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- "শুধু গুটি কয়েক" অর্থে Only a few ব্যবহৃত হয়।
- শুধু অল্প কিছু পরিমাণ "অর্থে only a little ব্যবহৃত হয়। only few/only little এর ব্যবহার নেই। যেহেতু "books" countable noun তাই অপশন (খ) a few সঠিক উত্তর প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ হবে হবে এরকম যে "এই বইগুলোর শুধু কয়েকটা আমার।

৫৭। There were —— guests than I expected.

(ক) less
(খ) lesser

(গ) few
(ঘ) fewer*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'Little' শব্দের comparative form 'less' এবং superlative form "least".
- Lesser শব্দটিও "less' এর comparative form "few" শব্দের comparative form "fewer" এবং Superlative from "Fewest".
- বাক্যে than থাকায় বাক্যটি comparative degree তে হবে। "guests" countable noun হওয়ায় অপশন (ঘ) Fewer ই সঠিক উত্তর। কারণ "less/lesser" uncountable noun এর পূর্বে বসে।
- প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ হবে "আমি যা প্রত্যাশা করেছিলাম তার চেয়ে কম অতিথি ছিল।

৫৮। Do you have any news for me? Identify the determiner in the sentence.

(ক) do
(খ) any*
(গ) news
(ঘ) for

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ "তোমার কাছে আমার জন্য কি কোন খবর আছে? এই বাক্যে "Do" auxiliary verb যা বাক্যটিকে Interrogative করতে ব্যবহৃত হয়েছে।
- "News" শব্দটি হল uncountable noun. এর অর্থ খবর।
- 'জন্য' অর্থে 'for' একটি preposition.
- Determiner 'noun' এর পূর্বে বসে noun কে modify করে। তেমনি প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যে 'any' determiner হিসেবে news কে modify করে। তাই অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

৫৯। I have —— interest in the matter.

(ক) not
(খ) any
(গ) none
(ঘ) no*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অপশন (ক) 'not' না বোধক অর্থে ব্যবহৃত হয় যা auxiliary verb এর সাথে বসে। প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যে 'have' মূল verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এরপর 'not' বসতে পারে না। অপশন (গ) none মূলত pronoun যা noun (interest) এর পূর্বে বসতে পারে না।
- অপশন (ঘ) no একটি determiner যার অর্থ 'নেই'।
- অপশন (খ) any শব্দটিও determiner যা 'কোন' অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- শূন্যস্থানের পর 'interest' noun হওয়ায় এর পূর্বে determiner বসতে পারে এবং বাক্যটিকে অর্থপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক করতে অপশন (ঘ) no বসাতে হবে। তখন বাক্যের অর্থ হবে ' এই বিষয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই'।
- অতএব অপশন (ঘ) ই সঠিক উত্তর।

৬০। He is lazy. He never does —— work.

(ক) some
(খ) any*
(গ) none
(ঘ) no

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অপশন (ক) some শব্দটি 'কিছু' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'some' affirmative sentence এ ব্যবহৃত হয়। প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যে never থাকায় বাক্যটি negative. তাই some বসতে পারে না।
- অপশন (গ) none একটি pronoun যা noun এর পূর্বে বসে না।
- অপশন (ঘ) no হবে না। কারণ কোন বাক্যে double negation বসতে পারে না।
- অপশন (খ) any শব্দটি 'কোন' অর্থে ব্যবহৃত হয়। শূন্যস্থানে any বসালে বাক্যটি

অর্থপূর্ণ হবে। তখন বাক্যের অর্থ হবে 'সে অলস'। সে কখনোই কোন কাজ করে না।

- অতএব অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

৬১। ৮ জন লোক একটি কাজ ৬ দিনে করতে পারে। কাজটি ৩ দিনে করতে হলে কতজন নতুন লোক নিয়োগ করতে হবে?

(ক) ৬ জন
(খ) ৭ জন
(গ) ৮ জন*
(ঘ) ৯ জন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
৬ দিনে কাজটি সম্পূর্ণ করে ৮ জন
১ দিনে কাজটি সম্পূর্ণ করে ৮ × ৬ জন
৩ দিনে কাজটি সম্পূর্ণ করে $\frac{৮ \times ৬}{৩}$ = ১৬ জন
∴ নতুন লোক নিয়োগ করতে হবে (১৬ – ৮) = ৮ জন

৬২। কোনো মেশিনের একটি পণ্য উৎপাদনে $\frac{২}{৩}$ মিনিট লাগে। ঐ মেশিনটি ২ ঘন্টায় কয়টি পণ্য উৎপাদন করবে?

(ক) ২০০টি
(খ) ২২০টি
(গ) ১৬০টি
(ঘ) ১৮০টি*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
আমরা জানি,
২ ঘন্টা = ১২০ মিনিট
মেশিনটি $\frac{২}{৩}$ মিনিটে পণ্য উৎপাদন করে ১টি
মেশিনটি ১ মিনিটে পণ্য উৎপাদন করে $\frac{১ \times ৩}{২}$ টি
মেশিনটি ১২০ মিনিটে পণ্য উৎপাদন করে $\frac{৩ \times ১২০}{২}$ টি
= ১৮০টি
∴ মেশিনটি ২ ঘন্টায় ১৮০ টি পণ্য উৎপাদন করবে।

৬৩। একটি হোস্টেলে ৫০০ জনের ২০ দিনের খাদ্য মজুদ আছে। ৫ দিন পর ২০০ জন চলে গেলে বাকি খাদ্যে কতদিন চলবে?

(ক) ২৫ দিন*
(খ) ৩০ দিন
(গ) ২০ দিন
(ঘ) ১৫ দিন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
অবশিষ্ট লোক = (৫০০ – ২০০) = ৩০০ জন
অবশিষ্ট সময় = (২০ – ৫) = ১৫ দিন
৫০০ জনের চলে ১৫ দিন
১ জনের চলে ১৫ × ৫০০ দিন
∴ ৩০০ জনের চলে = $\frac{১৫ \times ৫০০}{৩০০}$ = ২৫ দিন
∴ বাকি খাদ্য ২৫ দিন চলবে।

৬৪। দৈনিক ৬ ঘন্টা পরিশ্রম করে ৮ জন ব্যক্তি একটি কাজ করে ১৫ দিনে। দৈনিক ৫ ঘন্টা পরিশ্রম করে ৯ জন ব্যক্তি কাজটি কতদিনে করতে পারবে?

(ক) ১২ দিন
(খ) ১৬ দিন*
(গ) ১৪ দিন
(ঘ) ১০ দিন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

Siddabari
your success benchmark

৮ জন ব্যক্তির দৈনিক ৬ ঘন্টা করে লাগে ১৫ দিন
১ জন ব্যক্তির দৈনিক ১ ঘন্টা করে লাগে ১৫ × ৬ × ৮ দিন
∴ ৯ জন ব্যক্তির দৈনিক ৫ ঘন্টা করে লাগে,
$= \frac{১৫ \times ৬ \times ৮}{৫ \times ৯}$ = ১৬ দিন
∴ কাজটি ১৬ দিনে করতে পারবে।

৬৫। ৫ জন তাঁত শ্রমিক ৫ দিনে ৫টি কাপড় বুনতে পারে। একই ধরনের ৭টি কাপড় বুনতে ৭ জন শ্রমিকের কতদিন লাগবে?

(ক) ৭ দিন
(খ) ১০ দিন
(গ) ৩৫ দিন
(ঘ) ৫ দিন*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
৫ জন শ্রমিক ৫টি কাপড় বুনতে পারে ৫ দিনে
১ জন শ্রমিক ১ টি কাপড় বুনতে পারে $\frac{৫ \times ৫}{৫}$ দিনে
∴ ৭ জন শ্রমিক ৭টি কাপড় বুনতে পারে,
$\frac{৫ \times ৫ \times ৭}{৫ \times ৭}$ = ৫ দিনে
∴ নির্ণেয় সময় ৫ দিন।

৬৬। দুটি মেশিন একসাথে ঘন্টায় 4টি খেলনা তৈরি করে। 6টি মেশিন 2 ঘন্টায় কতটি খেলনা তৈরি করবে?

(ক) 12
(খ) 24*
(গ) 18
(ঘ) 22

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
2টি মেশিন 1 ঘন্টায় তৈরি করে 4টি খেলনা
1 টি মেশিন 1 ঘন্টায় তৈরি করে $\frac{4}{2}$ টি খেলনা
∴ 6 টি মেশিন 2 ঘন্টায় তৈরি করে $\frac{4 \times 6 \times 2}{2}$ = 24টি খেলনা
∴ খেলনা তৈরি করবে 24টি।

৬৭। যে খাদ্যে ১৫ জন সৈন্যের ১৫ দিন চলে সেই খাদ্যে আরও ১০ জন সৈন্য বেশি থাকলে, তাদের কতদিন চলবে?

(ক) ৯ দিন*
(খ) ৮ দিন
(গ) ১০ দিন
(ঘ) ৭ দিন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
১০ জন সৈন্য বেশি হওয়ায় মোট সৈন্য সংখ্যা,
= (১৫ + ১০) = ২৫ জন
১৫ জন সৈন্যের চলে ১৫ দিন
১ জন সৈন্যের চলে ১৫ × ১৫ দিন
∴ ২৫ জন সৈন্যের চলে $\frac{১৫ \times ১৫}{২৫}$ = ৯ দিন
∴ তাদের মোট ৯ দিন চলবে।

৬৮। কোনো ছাত্রাবাসে ৩২০ জন ছাত্রের ১৮৭ দিনের খাবার আছে। ৬ দিন পর ছাত্রাবাসে আরো ১৬০ জন ছাত্র আসলে, বাকী খাদ্য আর কতদিন চলবে?

(ক) ৬ দিন
(খ) ৭ দিন
(গ) ৮ দিন*
(ঘ) ৯ দিন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
বর্ধিত ছাত্র সংখ্যা = (৩২০ + ১৬০) = ৪৮০ জন
অবশিষ্ট সময় = (১৮ – ৬) = ১২ দিন
৩২০ জন ছাত্রের চলে ১২ দিন
১ জন ছাত্রের চলে ১২ × ৩২০ দিন

$\therefore$ ৪৮০ জন ছাত্রের চলে = $\frac{১২ \times ৩২০}{৪৮০}$ = ৮ দিন

$\therefore$ বাকী খাদ্য আর ৮ দিন চলবে।

৬৯। ১৫ জন লোক একটি জমির ফসল ৩৫ দিনে কাঁটতে পারে। ২১ জন লোক ঐ জমির ফসল কতদিনে কাঁটতে পারবে?

(ক) ২০ দিনে
(খ) ৩০ দিনে
(গ) ২৫ দিনে*
(ঘ) ৩৫ দিনে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১৫ জন লোক ফসল কাঁটতে পারে ৩৫ দিনে

১ জন লোক ফসল কাঁটতে পারে ৩৫ × ১৫ দিনে

$\therefore$ ২১ জন লোক ফসল কঁটাতে পারে $\frac{৩৫ \times ১৫}{২১}$ দিনে

= ২৫ দিনে

$\therefore$ নির্ণেয় সময় ২৫ দিন।

৭০। A ও B একটি কাজ যথাক্রমে 10 দিনে এবং 15 দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কাজটি কতদিনে করতে পারবে?

(ক) 5 দিনে
(খ) 6 দিনে*
(গ) 7 দিনে
(ঘ) 8 দিনে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

A 10 দিনে করে 1টি কাজ

A 1 দিনে করে $\frac{1}{10}$ অংশ কাজ

B 15 দিনে করে 1টি কাজ

b 1 দিনে করে $\frac{1}{15}$ অংশ কাজ

$\therefore$ A ও B একত্রে 1 দিনে করে $=\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{15}\right)$ অংশ কাজ

$= \frac{3+2}{30}$ অংশ কাজ

$= \frac{5}{30}$ অংশ কাজ

$= \frac{1}{6}$ অংশ

A ও B একত্রে $\frac{1}{6}$ অংশ করে 1 দিনে

A ও B একত্রে 1 (সম্পূর্ণ) অংশ করে $\frac{1}{\frac{1}{6}} = 6$ দিনে

$\therefore$ তারা একত্রে 6 দিনে কাজটি করতে পারবে।

৭১। এক ব্যক্তি 5 দিনে একটি কাজ করতে পারে। কিন্তু ঐ ব্যক্তির পুত্র সহ একত্রে কাজটি 3 দিনে করতে পারে। পুত্র একা কাজটি কতদিনে করতে পারে?

(ক) 7 দিনে
(খ) 6.5 দিনে
(গ) 6 দিনে
(ঘ) 7.5 দিনে*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

পিতা 5 দিনে করে 1 টি কাজ

$\therefore$ পিতা 1 দিনে করে $\frac{1}{5}$ অংশ কাজ

পিতা-পুত্র 3 দিনে করে 1 টি কাজ

পিতা-পুত্র 1 দিনে করে $\frac{1}{3}$ অংশ কাজ

$\therefore$ পুত্র 1 দিনে করে $=\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)$ অংশ কাজ

$= \frac{5-3}{15}$ অংশ কাজ

vidyabari
your success benchmark

$= \frac{2}{15}$ অংশ কাজ

পুত্র $\frac{2}{15}$ অংশ করে 1 দিনে

$\therefore$ পুত্র 1 (সম্পূর্ণ) অংশ করে $\frac{15}{2} = 7.5$ দিনে।

$\therefore$ পুত্র একা কাজটি 7.5 দিনে করতে পারে।

৭২। 20 জনে যে সময়ে 1টি কাজ করতে পারে, কর্মী সংখ্যা 60 শতাংশ কমে যাওয়ায় কাজটি শেষ করতে কতগুণ সময় বেশি লাগবে?

(ক) 2 গুণ
(খ) 2.5 গুণ *
(গ) 5 গুণ
(ঘ) 5.5 গুণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
কর্মী সংখ্যা 60% কমে যাওয়ায়,
কর্মী সংখ্যা = (20 – 20 এর 60%) জন

$= 20 - 20 \times \frac{60}{100}$ জন

$= 8$ জন

মনেকরি,
20 জনে একটি কাজ করে x দিনে
$\therefore$ 1 জনে একটি কাজ করে 20x দিনে

$\therefore$ 8 জনে একটি কাজ করে $\frac{20x}{8} = 2.5x$ দিনে

$\therefore$ সময় বেশি লাগবে 2.5 গুণ।

৭৩। ৪ জন পুরুষ ৬ জন বালকের সমান কাজ ক রতে পারে। কতজন পুরুষ ২৪ জন বালকের সমান কাজ করতে পারবে?

(ক) ১৪ জন
(খ) ১২ জন
(গ) ১৬ জন*
(ঘ) ২৪ জন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
৬ জন বালকের সমান কাজ করে ৪ জন পুরুষ

১ জন বালকের সমান কাজ করে $\frac{৪}{৬}$ জন পুরুষ

$\therefore$ ২৪ জন বালকের সমান কাজ করে $\frac{৪ \times ২৪}{৬}$ জন পুরুষ

= ১৬ জন পুরুষ

$\therefore$ নির্ণেয় পুরুষের সংখ্যা ১৬ জন।

৭৪। A, B এর চাইতে দ্বিগুণ কাজ করতে পারে। তারা দুজন একত্রে একটি কাজ 14 দিনে শেষ করতে পারে। A একা কাজটি কত দিনে করতে পারবে?

(ক) 7 দিনে
(খ) 14 দিনে
(গ) 21 দিনে*
(ঘ) 28 দিনে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
মনেকরি,
A একা কাজটি করতে পারে x দিনে
$\therefore$ B একা কাজটি কারতে পারে 2x দিনে

$\therefore$ A, 1 দিনে করে কাজটির $\frac{1}{x}$ অংশ

B, 1 দিনে করে কাজটির $\frac{1}{2x}$ অংশ

আবার,
A ও B একত্রে 14 দিনে করে 1টি কাজ

A ও B একত্রে 1 দিনে করে $\frac{1}{14}$ অংশ কাজ

শর্তমতে,

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{2x} = \frac{1}{14}$$

$$\Rightarrow \frac{2+1}{2x} = \frac{1}{14}$$

$\Rightarrow \frac{3}{2x} = \frac{1}{14}$

$\Rightarrow 2x = 3 \times 14$

$\Rightarrow x = \frac{3 \times 14}{2}$

$\therefore x = 21$

$\therefore$ A একা কাজটি 21 দিনে করতে পারবে।

৭৫। P একটি কাজ 25 দিনে করে। Q, P এর চাইতে 25% বেশি কর্মক্ষম। তা হলে Q কাজটি কত দিনে করতে পারবে?

(ক) 15 দিনে
(খ) 16 দিনে
(গ) 20 দিনে*
(ঘ) 21 দিনে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

P, 25 দিনে করে 1 টি কাজ

P, 1 দিনে করে $\frac{1}{25}$ অংশ কাজ

$\therefore$ Q, একদিনে করে অংশ কাজ $= \left(\frac{1}{25} + \frac{1}{25} \times 25\%\right)$

$= \left(\frac{1}{25} + \frac{1}{25} \times \frac{25}{100}\right)$ অংশ কাজ

$= \left(\frac{1}{25} + \frac{1}{100}\right)$ অংশ কাজ

$= \left(\frac{4 + 1}{100}\right)$ অংশ কাজ

$= \frac{5}{100}$ অংশ কাজ

$= \frac{1}{20}$ অংশ কাজ

Q, $\frac{1}{20}$ অংশ কাজ করে 1 দিনে

$\therefore$ Q, 1 (সম্পূর্ণ) অংশ কাজ করে $\frac{1}{\frac{1}{20}} = 20$ দিনে

$\therefore$ Q কাজটি 20 দিনে করতে পারবে।

৭৬। ১০ জনে একটি কাজের অর্ধেক করতে পারে ৭ দিনে। ঐ কাজটি করতে ৫ জনের কত দিন লাগবে?

(ক) ১৫ দিন
(খ) ২১ দিন
(গ) ২৫ দিন
(ঘ) ২৮ দিন*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১০ জনে $\frac{১}{২}$ অংশ কাজ করে ৭ দিনে

১০ জনে ১ (সম্পূর্ণ) অংশ কাজ করে ৭ × ২ দিনে

১ জনে ১ (সম্পূর্ণ) অংশ কাজ করে ৭ × ২ × ১০ দিনে

$\therefore$ ৫ জনে ১ (সম্পূর্ণ) অংশ কাজ করে $\frac{৭ \times ২ \times ১০}{৫}$ দিনে

= ২৮ দিনে

$\therefore$ কাজটি ৫ জনে ২৮ দিনে করতে পারবে।

৭৭। ২০ জন শ্রমিক কোনো কাজ ১২ দিনে সম্পূর্ণ করতে পারে। কাজ শুরুর ৮ দিন পর ১০ জন শ্রমিক চলে গেলে বাকি শ্রমিক কতদিনে কাজটি শেষ করতে পারবে?

(ক) ৮ দিনে*
(খ) ১০ দিনে
(গ) ১২ দিনে
(ঘ) ৬ দিনে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অবশিষ্ট সময় = (১২ – ৮) = ৪ দিন
অবশিষ্ট জনবল = (২০ – ১০) = ১০ জন
২০ জন লোকে কাজটি করে ৪ দিনে
১ জন লোকে কাজটি করে ৪ × ২০ দিনে

∴ ১০ জন লোকে কাজটি করে $\frac{৪ \times ২০}{১০}$ = ৮ দিনে
∴ নির্ণেয় সময় ৮ দিন।

৭৮। তিনটি মেশিন একটি কাজ যথাক্রমে ৪,৫, ৬ ঘন্টায় করতে পারে প্রথম দুইটি মেশিন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় কাজ করে এক ঘন্টায় কতটুকু কাজ করতে পারে?

(ক) $\frac{২}{৩}$ অংশ

(খ) $\frac{৩}{৫}$ অংশ

(গ) $\frac{৯}{২০}$ অংশ*

(ঘ) $\frac{২}{৭}$ অংশ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
প্রথম মেশিন ৪ ঘন্টায় করে ১ টি কাজ

প্রথম মেশিন ১ ঘন্টায় করে $\frac{১}{৪}$ অংশ কাজ

দ্বিতীয় মেশিন ৫ ঘন্টায় করে ১টি কাজ

দ্বিতীয় মেশিন ১ ঘন্টায় করে $\frac{১}{৫}$ অংশ কাজ

প্রথম দুইটি মেশিন একত্রে এক ঘন্টায় করে,

$= \left(\frac{১}{৪} + \frac{১}{৫}\right)$ অংশ

$= \frac{৫ + ৪}{২০}$ অংশ

$= \frac{৯}{২০}$ অংশ

৭৯। বিজয় একটি কাজ তানিমের চেয়ে ৬০ দিন কম সময়ে করতে পারে। বিজয়ের কাজের গতি যদি তানিমের কাজের গতির ৩ গুণ হয় তবে বিজয় একা ঐ কাজ কতদিনে শেষ করতে পারবে?

(ক) ৩০ দিন*
(খ) ১৫ দিন
(গ) ১০ দিন
(ঘ) ২০ দিন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
মনেকরি,
বিজয় কাজটি করে x দিনে
∴ তানিম কাজটি করে 3x দিনে
শর্তমতে,
$3x - x = 60$
$\Rightarrow 2x = 60$
$\therefore x = 30$
∴ বিজয় কাজটি 30 দিনে শেষ করতে পারবে।

৮০। ক যে কাজ ১৮ দিনে করতে পারে খ সেই কাজ ১২ দিনে করতে পারে। ক কাজটির $\frac{১}{৩}$ অংশ করার পর খ বাকী অংশ সম্পূর্ণ করল। কতদিনে কাজটি শেষ হলো?

(ক) ৭ দিনে
(খ) ১০ দিনে
(গ) ১২ দিনে
(ঘ) ১৪ দিনে*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
ক সম্পূর্ণ অংশ করে ১৮ দিনে

∴ ক, $\frac{১}{৩}$ অংশ করে $\frac{১৮ \times ১}{৩}$ = ৬ দিনে

∴ বাকি কাজ = $\left(১ - \frac{১}{৩}\right) = \frac{২}{৩}$ অংশ

খ সম্পূর্ণ কাজ করে ১২ দিনে

খ, $\frac{২}{৩}$ অংশ কাজ করে $\frac{২ \times ১২}{৩}$ = ৮ দিনে

∴ কাজটি শেষ হলো = (৮ + ৬) = ১৪ দিনে।

Biddabari
your success benchmark

Biddabari
your success benchmark

Biddabari
your success benchmark